রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৪ সনের ৩৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৫১—৬৫৮
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৫৩—২২৪৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৯—২৩২
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৪৯—১৯৬৭
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৭৫—৭৬
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ ভাদ্র ১৪৩১/২৫ আগস্ট ২০২৪

নং **৮০.০০.০০০০.৪০১.১১.০২২.২২-১০২৯**—বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১৬ মে ২০২৩ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০১.১১.০২২.২২-৪২৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ০৭ (সাত) জন সহকারী পরিচালকের ০৩-০৬-২০০৭ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনের ৪.০ নম্বর অনুচ্ছেদের শর্তটি বাতিল করা হলো।

২। উক্ত প্রজ্ঞাপনের ২.০ শর্তে উল্লিখিত প্রদত্ত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার সাথে নিম্নলিখিত শর্তটি সংযোজন করা হলো :

"ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার কারণে ৭ জন সহকারী পরিচালকের চাকুরিতে যোগদানের তারিখের কোন পরিবর্তন হইবে না, তবে অবসর গ্রহণের জন্য চাকুরিকাল গণনা ব্যতীত চাকুরিগত অন্যান্য সুযোগসুবিধা (যেমন মোট চাকুরিকাল গণনা, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি, পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জনের সময়কাল গণনা, পরীক্ষার অংশগ্রহণ, জ্যেষ্ঠতা ইত্যাদি) ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।"

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১/৩১ জুলাই ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০১৭.২৩-৫৮**—যেহেতু, জনাব মো: লোকমান আহমেদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৬৪০) বর্তমানে উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, উপসচিব (বাজেট অধিশাখা), হিসাবে পরিকল্পনা বিভাগে কর্মকালে গত ১০-০৮-২০২৩ তারিখ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বাজেট শাখার অফিস সহায়ক জনাব মো: সোহেল রানা, বাজেট অফিসার এর নিকট হতে ০২ (দুই) দিনের ছুটি নিয়ে তাঁর সৌদি আরবে বসবাসরত ভগ্নিপতির মৃতদেহ বিমান বন্দর থেকে সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। সেই সময়ে তিনি বাজেট অফিসারের নিকট সোহেল রানার অবস্থান জানতে চাইলে তার ভগ্নিপতির মৃত্যুর বিষয়টি তাঁকে জানানো হয়। তিনি সোহেল রানাকে অফিসে ফেরত আসার নির্দেশ প্রদান করেন। জনাব মো: সোহেল রানা অফিসে ফিরে এসে তার অনুমোদিত ছুটির বিষয়টি তাঁকে অবহিত করতে গেলে তিনি তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং চড় দিয়ে তাঁর কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: লোকমান আহমেদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৬৪০) ২৩-০৬-২০২৪ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করিলে ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথ নয় মর্মে দাবী করেন ও তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করেন; এবং

৩। যেহেতু, শুনানিঅন্তে উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ কোন দৃঢ় ও পর্যাপ্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মো: লোকমান আহমেদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৬৪০), প্রাক্তন উপসচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা বর্তমানে উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৪ আষাঢ় ১৪৩১/০৮ আগস্ট ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০১০.২৩-৬০**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-১৫৬১৬), প্রাক্তন পরিচালক (উপসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০১, বাস্তবয়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বিদ্যুৎ সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন' শিরোনামে প্রণীত গবেষণাপত্রের মূল গবেষক হিসাবে উক্ত গবেষণাপত্রের অনুমোদিত কপির পরিবর্তে অননুমোদিত কপি আইএমইডির'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নিজ ই-মেইল এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সহকারী প্রোগ্রামার রাফিদ শাহরিয়ারের নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অননুমোদিত কপি আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। উক্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি তাঁর উপর অর্পিত কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ১৪/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং একই বিধিমালার ১২(১) বিধি অনুযায়ী তাঁকে 'সাময়িক বরখাস্ত' করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান ০৩-০৮-২০২৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ০৯-০৮-২০২৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি বিধি মোতাবেক তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন, যুগ্মসচিব (পিএসিসি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৮-০৪-২০২৪ তারিখে জনাব মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৮) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। জনাব মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান ২৫-০৭-২০২৪ তারিখে লিখিতভাবে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন।

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবেচ্য গবেষণা প্রতিবেদনটি সেক্টর-১ কর্তৃক প্রণীত হয়েছিল কিন্তু প্রতিবেদনটি সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর কর্তৃক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছিল। বিস্তারিত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় সেক্টর-১ কর্তৃক প্রণীত মূল প্রতিবেদন সমন্বয় ও এমআইএস-এ প্রেরণ করা হয়নি। যে প্রতিবেদন/ডকুমেন্টটি প্রেরণ করা হয় তা সমন্বয় থেকে যাচাই না করেই আপলোড করা হয়। সেক্টর-১ থেকে ভুল প্রতিবেদন প্রেরণ করার বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান-এর ভূমিকাটি দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মূলত এটি একটি দলীয় কার্যক্রম ছিল এবং দলগতভাবেই এটি শেষ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান, উপসচিব (সাময়িক বরখাস্ত)-কে এই বিভাগীয় মামলার অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এই বিভাগীয় মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় নিয়মিত কর্মকাল হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৫। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-১৫৬১৬), প্রাক্তন পরিচালক (উপসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং একই সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৭-২০২৩ তারিখের ৩২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি-অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্তকালীন বকেয়া বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ ভাদ্র ১৪৩১/২৭ আগস্ট ২০২৪

নং **৪৫.০০.০০০০.১৬২.৯৯.০২৯.২০১৮-২৬০**—THE BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY ORDER, 1973 (PRESIDENT'S ORDER NO. 26 OF 1973) এর ধারা ১০(১) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বর্তমান ম্যানেজিং বোর্ড বিলুপ্তকরতঃ মেজর জেনারেল মো. রফিকুল ইসলাম (অব.)-কে যোগদানের তারিখ থেকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্নেহাশীষ দাশ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ ভাদ্র ১৪৩১/২৭ আগস্ট ২০২৪

নং **৪৫.০০.০০০০.১৬২.৯৯.০২৯.২০১৮-২৬১**—বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বোর্ড পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার্থে বর্তমান ম্যানেজিং বোর্ড বিলুপ্তকরতঃ ড. কবির মো. আশরাফ আলম এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (অব.)-কে যোগদানের তারিখ থেকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্নেহাশীষ দাশ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৯ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭-৮১**—Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972)-এর Article 9(3)(d) অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব ও এনবিআর এর চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-এর পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বর্তমান সচিব ও এনবিআর এর চেয়ারম্যান জনাব আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ-কে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদের শূন্য পদে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে [বর্তমান পদে থাকা সাপেক্ষে] পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩০.০০.০০০০.০১৭.০১৮.০০৫.১৯-১৩১**—'The Companies Act, 1994' এর আওতায় স্বাক্ষরিত Articles of Association of Biman Bangladesh Airlines Limited এর অনুচ্ছেদ-৩৭ ও ৩৮ অনুযায়ী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

১	জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, সাবেক সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা	চেয়ারম্যান
২	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৩	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৪	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	পরিচালক
৫	সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়	পরিচালক
৬	চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	পরিচালক
৭	ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	পরিচালক
৮	জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স, বাংলাদেশ	পরিচালক
৯	চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অফ ব্যাংকারস বাংলাদেশ লিমিটেড	পরিচালক
১০	লে. কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) ইঞ্জিনিয়ার শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী, সাবেক পরিচালক (বিমান)	পরিচালক
১১	জনাব নূর-ই- খোদা আব্দুল মবিন, এফসিএ, কাউন্সিল মেম্বার, আইসিএবি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড	পরিচালক
১২	জনাব আলী আশফাক, র‍্যাংগস ওয়াটারফ্রন্ট, অ্যাপার্টমেন্ট-বি(১০), বাড়ি-০১, সড়ক-১৫, গুলশান-১, ঢাকা	পরিচালক
১৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	পরিচালক (পদাধিকারবলে)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রুমানা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ ভাদ্র ১৪৩১/০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.৬৯.০৮১.১২.১১৫**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কে এম তাহসিফ সাউরি (বিডি/১০৩০৪), জিডি(পি)-কে বিমান বাহিনী অ্যাক্ট রুলস্ ১৯৫৭ এর রুল-১৫ অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাকির হোসেন
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০০৬.২৪-৪৯২—**যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সরকার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ইতঃপূর্বে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ কর্মকালীন ঋণ আবেদনে স্বাক্ষর করার জন্য জনাব রুহুল আলম, সহকারী শিক্ষক, ধনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর নিকট থেকে ৩০০/- টাকা এবং শিক্ষকদের আইডি কার্ড করার নামে শিক্ষক প্রতি ২৫০/- টাকা করে মোট ২০০০০/- (বিশ হাজার টাকা) নেয়া ও পরবর্তীতে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় ১৫০০০/- টাকা ফেরত দেয়ার অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়। তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত অপরাধ বিধায় উক্ত অভিযোগে গত ২১ মার্চ ২০২৪ তারিখে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানি না চাওয়ায় বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, "সাক্ষ্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সরকার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর (সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ দুইটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে" মর্মে তদন্তকারী মতামত প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত ইতোপূর্বে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ কর্মকালীন ঋণ আবেদনে স্বাক্ষর করার জন্য জনাব রুহুল আলম, সহকারী শিক্ষক, ধনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর নিকট থেকে ৩০০/- টাকা এবং শিক্ষকদের আইডি কার্ড করার নামে শিক্ষক প্রতি ২৫০/- টাকা করে মোট ২০০০০/- (বিশ হাজার টাকা) নেয়া ও পরবর্তীতে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় ১৫০০০/- টাকা ফেরত দেয়ার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, সামগ্রিক পর্যালোচনায় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় তাকে '০৩ (তিন) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখা' লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সরকার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর (সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ)- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক '০৩ (তিন) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখা' দণ্ড প্রদান করা হলো। আদেশ জারির তারিখ হতে এ দণ্ড কার্যকর হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৩ ভাদ্র ১৪৩১/২৮ আগস্ট ২০২৪

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৭.২৪-১৭০**—যেহেতু, জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন (১০৯১৮০০১), উপজেলা নির্বাচন অফিসার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর রিটার্নিং অফিসার হিসেবে হাজীগঞ্জ উপজেলার গন্ধর্ব্যপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের ০৯ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচন-২০২৪ পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৯(১)(ঘ) এর তফসিলভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব মোঃ মীর হোসাইন- কে তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে 'আপেল' প্রতীক বরাদ্দ করেন; তার এই ভুলের কারণে মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উক্ত পদের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষিত হয়; তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাসহ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেন;

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলার পরিপন্থি হওয়ায় নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ক) অনুসারে 'অদক্ষতা' ও বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২৪ রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন এবং গত ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কারণ দর্শানোর জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরাসরি দায়ী না করা হলেও রিটার্নিং অফিসার হিসেবে প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে তার আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়; তিনি ভুল প্রতীক বরাদ্দের দায় এড়াতে পারেন না বিধায় দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

সেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও নথি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর-কে 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো। সেই সাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়াসহ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২৪ নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৫১.২২-১৭১**—যেহেতু, জনাব শেখ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১০৯০৫১৬৫), অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ (প্রাক্তন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদ নির্বাচন ২০২২ এ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নিকট হতে অনৈতিকভাবে অর্থ গ্রহণ ও ফেরত প্রদানের অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়; এরূপ শৃঙ্খলার পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতিপরায়ণতা" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২৩ রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন;

যেহেতু, গত ১৯-০২-২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করতঃ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত ও পুনঃতদন্ত করা হয় এবং উভয় তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব শেখ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ (প্রাক্তন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতা" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২৩ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৬.২৩-১৭২**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শুকুর মাহমুদ মিঞা (১০৯০৫০৫৯), সিনিয়র সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [প্রাক্তন সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (চ.দা.), সিলেট] এর বিরুদ্ধে বিশ্বনাথ পৌরসভা নির্বাচন ২০২২ এর তফসিল ঘোষণার পর একজন প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রে নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রার্থীকে নির্বাচনে অবৈধ সুবিধা প্রদানের অভিযোগ উত্থাপিত হয়; প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০৬/২০২৩ রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন;

যেহেতু, গত ২২-০৬-২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযোগ অস্বীকার করতঃ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি চেয়েছেন;

যেহেতু, ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলাটির তদন্ত ও পুনঃতদন্ত করা হয় এবং উভয় তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শুকুর মাহমুদ মিঞা, সিনিয়র সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [প্রাক্তন সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (চ.দা.), সিলেট] এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বিভাগীয় মামলা নং-০৬/২০২৩ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৪ ভাদ্র ১৪৩১/২৯ আগস্ট ২০২৪

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৫.২০-১৭৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ নওয়াবুল ইসলাম, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, নোয়াখালী (প্রাক্তন সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া) ২০১৮ সনে কুষ্টিয়ায় রিভাইজিং অথরিটি'র দায়িত্ব পালনকালে অন্যের নাম ধারণ ও জালিয়াতির মাধ্যমে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কতিপয় আবেদন যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনুমোদন করেন মর্মে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়; প্রাথমিক তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২১ রুজু করে তাকে ২৬-০১-২০২১ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৫.২০-১৯ নং স্মারকের মাধ্যমে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন;

যেহেতু, একই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০, ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও The Penal Code, 1860 অনুযায়ী সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া কর্তৃক কুষ্টিয়া মডেল থানায় ০৪-০৩-২০২১ তারিখে মামলা নং-০৮ রুজু করা হয়। বিগত ১৪-০৩-২০২১ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৫.২০-৭০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাসহ সাময়িক বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৯৬৬৮/২০২১ দায়ের করলে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ০৮-১১-২০২১ তারিখের আদেশ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২১ নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করেন; আদেশের কপি ১০-০১-২০২২ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রাপ্ত হয়ে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিগত ০৮-০২-২০২২ তারিখে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে ও কারণ দর্শানোর জবাবে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করলেও সার্বিক বিবেচনায় 'অসদাচরণ' এ দায় প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী তার বেতন ০২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপ" ৪৩০০০/- (তেতাল্লিশ হাজার) টাকায় অবনমিত করে এবং সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে বিগত ১৩-০৪-২০২২ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৫.২০-১৫৬ নং স্মারক মূলে দণ্ডাদেশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে আপিল আবেদন করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপিল আবেদন না-মঞ্জুর করেন;

যেহেতু, তিনি আরোপিত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়- কে প্রতিপক্ষ করে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকায় মামলা নং-৪৪৭/২০২২ দায়ের করলে বিগত ২২-১১-২০২৩ তারিখে উক্ত মামলায় আদেশ হয় যে, "Accordingly, the impugned order dated 13-04-2022 passed by the opposite party imposing of penalty of reduction of salary to the lower statge in scale for 2 years is hereby declared illegal, void and is of no legal effect upon the petitioner and set aside. The opposite party is directed to fix petitioners salary to the original stage in salary scale as per his entitlement and pay all the arrear financial benefits preferably within 90 days from receipt of the copy of this judgement."

যেহেতু, বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২১ এর দণ্ডাদেশ বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বাতিল করা হয়; উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করার যৌক্তিকতা নেই মর্মে আইন অনুবিভাগ মতামত প্রদান করেছেন।

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আদেশ ও আইন অনুবিভাগের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ নওয়াবুল ইসলাম, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নোয়াখালী (প্রাক্তন সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া)-কে বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০২১ এ আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে প্রদত্ত লঘুদণ্ডের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তিনি বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের আদেশ ও বিধি মোতাবেক বকেয়াসহ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শফিউল আজিম
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বিএসইসি ও বিআইসিএম শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ ভাদ্র ১৪৩১/০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

নং **৫৩.০০.০০০০.৪২১.১১.০০১.২৪-৯২**—জনাব ফারজানা লালারুখ-কে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা-৫(২) মোতাবেক নিয়োগের তারিখ হতে পরবর্তী ০৪ (চার) বছর মেয়াদের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তাঁর বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধাদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফরিদা ইয়াসমিন
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ ভাদ্র ১৪৩১/২৯ আগস্ট ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০১৫.২৩-১২৬**—জনাব শামীমা ইয়াসমিন (বিপি-৬৯৯৯১২১৫৪৫), বর্তমানে বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা ইতোপূর্বে বিশেষ পুলিশ সুপার (ট্রেনিং), ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে নিয়মিত অফিসে গরহাজির থাকার বিষয়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে মৌখিকভাবে বার বার বলা সত্ত্বেও তার আচরণের কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হওয়া, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত অফিসে অনুপস্থিত থেকে ট্রেনিং বিষয়ক এবং অন্যান্য অফিসিয়াল কার্যাদিসহ রুটিন মাফিক অফিসের কর্মসম্পাদন না করা, অনুপস্থিতির বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হলে দীর্ঘদিন জবাব প্রদান না করার অভিযোগে গত ২২-১১-২০২৩ তারিখ তার বিরুদ্ধে ০০৭/২০২৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০২-২০২৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

২। শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্য-প্রমাণাদির আলোকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের প্রয়োজনীয়তা থাকায় গত ২৯-০৪-২০২৪ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

৩। তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে গত ২০-০৮-২০২৪ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগসমূহ তদন্তকালে গৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে।

৪। এমতাবস্থায়, জনাব শামীমা ইয়াসমিন (বিপি-৬৯৯৯১২১৫৪৫), বর্তমানে বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা ও প্রাক্তন বিশেষ পুলিশ সুপার (ট্রেনিং), ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি বিবেচনায় তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ শ্রাবণ ১৪৩১/১৪ আগস্ট ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৫৬.২৪-৪০৯**—যেহেতু, জনাব নাদিয়া ফারজানা (বিপি-৮২১২১৪৭৬২৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গত ১৯-০৬-২৩ তারিখে কনস্টেবল/৭৭৬ মোঃ মাসুম মল্লিক (বিপি-৯৩১৩১৫৮৭৩১), ভোলা জেলা হতে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকায় চিকিৎসা গ্রহণের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে রক্তের নমুনা দেয়ার উদ্দেশ্যে আনুমানিক ১১:১০ ঘটিকার সময় হাসপাতালের ট্রাফিক ভবনের নিচ তলায় অবস্থান করেন। সে সময় তিনি (জনাব নাদিয়া ফারজানা) তার মাকে নিয়ে একই স্থানে রক্ত পরীক্ষার নমুনা দিতে আসলে কনস্টেবল/৭৭৬ মোঃ মাসুম মল্লিক তাকে (জনাব নাদিয়া ফারজানা) দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "ম্যাডাম/আপা আপনার বাড়ি কি বরিশাল?"। তখন ইউনিফর্ম পরিহিত থাকার পরেও তাকে (জনাব নাদিয়া ফারজানা) স্যার না বলে ম্যাডাম/আপা বলায় তিনি (জনাব নাদিয়া ফারজানা) রাগান্বিত হয়ে কনস্টেবল/৭৭৬ মোঃ মাসুম মল্লিক' কে গালমন্দ করেন ও চড়-থাপ্পর মারেন। উক্ত কনস্টেবল ক্ষমা চাইতে গেলে তিনি (জনাব নাদিয়া ফারজানা) তার (মোঃ মাসুম মল্লিক) কান ধরে ঘোরান। সে সময় ঘটনাস্থলে প্রায় ১০০/১৫০ জন চিকিৎসা সেবাপ্রার্থী উপস্থিত ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান তাকে (জনাব নাদিয়া ফারজানা) নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। উল্লিখিত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। একই সাথে গঠিত অভিযোগনামার বিপরীতে অভিযুক্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব নাদিয়া ফারজানা (বিপি-৮২১২১৪৭৬২৭)-কে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদ্‌প্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীত নয় মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায়;

৩। সেহেতু, জনাব নাদিয়া ফারজানা (বিপি-৮২১২১৪৭৬২৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় আচরণ সংযত করার বিষয়ে সতর্ক করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ ভাদ্র ১৪৩১/১৯ আগস্ট ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৪৫.২৪-৪১৮**—জনাব জিসানুল হক (বিপি-৮৫১৪১৬৬৩৩১), সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, গাজীপুর, বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত-কে এ বিভাগের গত ২৩-০৬-২০২৪ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৪৫.২৪-২৯৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭২, ৭৩ মোতাবেক প্রত্যাহার করা হলো।

২। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ ভাদ্র ১৪৩১/২৮ আগস্ট ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩০.২২-১৩৬৫**—কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার মামলা নং-১৬, তারিখ : ২৪-০৮-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।